Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ মে, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৯ মে, ২০১৭, সোমবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪

বিশ্বদ্যালয় ও কলেজ নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে কনভেনশন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মে : ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিরুদ্ধে ২৮ মে এক যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সায়েন্স সেন্টার’-এর সভাকক্ষে। আহ্বায়ক পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WBCUTA) -র বর্ধমান জেলা কমিটি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় জেলা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন-এর বর্ধমান জেলা কমিটি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন।

এই আইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার হরণ করে তৃণমূল দল ও সরকারের সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বদলে মনোনীত সদস্যের সংখ্যাধিক্য, জনস্বার্থে কলেজ শিক্ষকদের বদলি, শিক্ষকদের সম্পর্কে সরকারের কাছে অধ্যক্ষের গোপন রিপোর্ট দান, নতুন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পুলিশি তদন্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধিকার হরণ ও সার্বিক দলীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণের পথ অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে।

এই আইনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিয়ে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার বসু এবং অধ্যাপক আন্দোলনের নেতা কেশব ভট্টাচার্য, শুভোদয় দাশগুপ্ত, ভাস্কর গোস্বামী, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষাকর্মী বুদ্ধদেব চক্রবর্তী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুধীর রায়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক আজিস্বর রহমান।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের ১২৮তম জন্মদিবস শ্রদ্ধায় স্মরণে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্ম দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান শহর শাখার উদ্যোগে সকালে জেলখানা মোড়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর (পূর্ব বর্ধমান), সংবাদ প্রভাতী এবং আলাপ-এর সহযোগিতায় সন্ধ্যায় বর্ধমান টাউনহলে নজরুল স্মরণে এক সঙ্গীত, আবৃত্তি, গান এবং সমবেত সঙ্গীতের আয়োজন ছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিবসে শান্তি-সংহতি-সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে ২৬ মে কবির জন্মস্থান জামুড়িয়ার চুরুলিয়া গ্রামে পদযাত্রা করলেন ছাত্র যুবরা। এস.এফ.আই এবং ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে চুরুলিয়া কলেজের সামনে থেকে কবির জন্মভিটায় পদযাত্রা হয়।

—এরপর চারের পাতায়

মাধ্যমিকে প্রথম দশে পূর্ব বর্ধমানের দুজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ মে : জেলা ভাগ হওয়ার পর এবার মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করে মান রেখেছে পূর্ব বর্ধমান। প্রথম দশে এবার স্থান পূর্ব বর্ধমানের দু’জনের। পশ্চিম বর্ধমান এবার কোনো স্থান পায়নি। গত কয়েক বছর ধরে বর্ধমান জেলা তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বজেয় হাইস্কুলের ছাত্র সেখ আফ্রিদি ৬৮১ এবং মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অর্ধেন্দু মৌলিক ঘোষ ৬৮১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান পেয়ে মুখরক্ষা হয়েছে।

এবার জেলায় পাশের হার ৮০.০২ শতাংশ। সর্বভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে এবার প্রশ্নপত্রে বদল আনা হয়। এবার মাধ্যমিকে মোট নম্বরের ৪০ শতাংশ প্রশ্ন ছিল মাল্টিপল চয়েস এবং ৫০ শতাংশ নম্বর ছিল ২ নম্বর অথবা ৩ নম্বরের। ফলে পরীক্ষার্থীদের নম্বরও বেড়েছে দেদার। এর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মান কতখানি বেড়েছে তা নিয়ে আশঙ্কিত শিক্ষামহল। প্রশ্নপত্রে বদল আনায় গতবারের থেকে পাশের হারও বেড়েছে। মেধাতালিকায় প্রথম দশে এবার ৬৮ জন পড়ুয়া। তার মধ্যে বর্ধমান স্থান পেয়েছে দশে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দুকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন।

দশম স্থানে জায়গা পাওয়া সেখ

—এরপর চারের পাতায়

চাই সবুজ সুন্দর বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মে : চাই সবুজ সুন্দর বর্ধমান—এই আহ্বানে বর্ধমানের সুধীজন সমবেত হলেন মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল সভাকক্ষে। সম্প্রতি বর্ধমান শহরের উল্লাস থেকে নবাবহাট পর্যন্ত পথের দুধারে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। গাছ কাটার এই অপরাধ থেকে প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করার জন্য এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর রাখার সংকল্পে একটি মঞ্চ গড়ে তোলা হল। জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের সতর্কতা বাড়ানো, জল অপচয় বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এদিনের সভায় হয়। প্লাস্টিক বর্জনের কথাও ওঠে। শহরের বেঁচে থাকা জলাশয়গুলি

বাঁচিয়ে রাখা ও যে কয়টি ছোট-বড় খেলার মাছ আছে তাদের খেলাধুলার কাজে লাগানো এবং শহরের দৃশ্যদূষণ বন্ধ করার জন্য প্রশাসন ও নাগরিকবৃন্দকে উৎসাহিত করার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়। মঞ্চে আহ্বায়কদের পক্ষে সভাপরিচালনা করেন অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক অধীশচন্দ্র সাহা।

কৃষিতে লোকসান করে আবার আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ মে : চাষ করে একটার পর একটা ফসলে লোকসান করে আত্মঘাতী হলেন এক কৃষক। মৃত সুবল পাল (৬৪)-র বাড়ি হুগলির বলাগড় থানার নপাড়া গ্রামে। প্রতিবেশী শম্ভু বন্ধু জানান, সুবল বিঘে ছয়েক জমি চাষ করে। চলতি মরশুমে পেঁয়াজ চাষ করে লোকসান হয়েছে। ভেবেছিল বোরো ধান চাষ করে লোকসানের ধাক্কাটা সামাল দেবে। তাই অন্যান্য বছরের থেকে সুবল পাল এবার বোরো ধানের এলাকাটা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে মাঠেতেই ধান ঝরে পড়ে। লোকসান সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায় সুবল পাল একটু নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। গতকাল সুবল পাল জমিতে দেওয়া কীটনাশক পান করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ রাত নটা নাগাদ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মে : নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো বর্ধমান। ২২ মে নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ২৩ মে পথে নামলেন বামপন্থীরা। এদিন জেলার মিছিলে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। পুলিশি নৃশংসতাকে তীব্র ধিক্কার জানান মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। বহু সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাসকের নৃশংস হামলার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। এদিন বর্ধমান শিল্প ও কৃষি অঞ্চলে নবান্ন অভিযানে পুলিশের বর্বর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বর্ধমান শহরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি তাণ্ডবের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। লালঝাণ্ডা নিয়ে বিভিন্ন অংশের মানুষ মিছিলে সমবেত হন। আদালত চত্বর থেকে শুরু হয়ে কার্জনগেট গিয়ে শেষ হয় মিছিল।

কয়লাঞ্চলে একইভাবে কয়লা শ্রমিকরা তীব্র ধিক্কার জানালেন। প্রতিবাদ মিছিল হয় উখড়া, অণ্ডাল, কাজোড়া, ইছাপুরে। আসানসোলে মিছিলে মহিলাদের নজরকাড়া উপস্থিতি ছিল। বার্ণপুর বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সভা হয়। রানিগঞ্জের শিয়ারশোল, এন. এস বি রোড, নেতাজি মূর্তির নিচে প্রতিবাদসভা হয়।

দুর্গাপুরে প্রতিবাদ মিছিল হয় সিটিসেন্টার, বেনাচিতি, গোপালমাঠ, ইস্পাতনগরী, বিধাননগর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়

বর্ধমান শহরে ধিক্কার মিছিল নেতৃত্ব দিচ্ছেন অমল হালদার। ছবি : পার্থপ্রতিম কোঙার।

গলসী, বুদবুদ অঞ্চলেও। গলসীতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন, রামপ্রণয় গাঙ্গুলি, গোপাল ঘোষ, মোস্তাক হোসেন প্রমুখ। দুর্গাপুর ২নং পূর্ব জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে নিউ টাউনশিপ থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। এম.এ.এম.সি শিবমন্দির সংলগ্ন অঞ্চল থেকে মিছিল শুরু করে থানার সামনে আসেন সিপিআই(এম) কর্মীরা। মিছিল শুরুর সময়েই নামে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। অঝোর ধারায় বৃষ্টিতে ভিজেই শুরু হয় লালঝাণ্ডার মিছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মেমারি জোনাল কমিটির উদ্যোগে মেমারি বাজার থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় চকদিঘি

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৯ মে, ২০১৭

শিক্ষাঙ্গনে স্বৈরতন্ত্র

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গণকে দল ও দলীয় শাসনের মুক্তাঙ্গনে পরিণত করার জন্য তৃণমূল সরকার পাশ করলো "পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৭"। 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটির মধ্যেই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরা পড়েছে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনায় যে স্বাধিকার ছিল এই আইনের বলে তা পুরোটাই কেড়ে নেওয়া হল। সমস্ত ক্ষমতা সরকারের কুক্ষিগত হল। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নয়, এখন সরকার-মনোনীত তথা দলীয় প্রতিনিধিরাই শিক্ষায়তন পরিচালনায় শেষ কথা বলবেন। 'জনস্বার্থে বদলি'-র আইনি ধারাটি যে কার্যত দলের স্বার্থে বদলিরই নামান্তর মাত্র তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। দলীয় আনুগত্যে ঘাটতি ঘটলেই যে বদলির খাড়া নেমে আসবে তা এতে স্পষ্ট। অধ্যক্ষের কাছ থেকে গোপন প্রতিবেদন চেয়ে পাঠানোর বিধানের মাধ্যমে কার্যত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভয় ও ভীতির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে 'পুলিশি তদন্তের' বিধান রাখা হয়েছে, যাতে কেউ প্রতিবাদ করবার সাহসটুকুও না দেখায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও হিসাব দিতে হবে শিক্ষকদের।

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ থেকে গণতন্ত্রকে অনেক আগেই উধাও করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ইউনিয়নগুলিকে জবর-দখল করে তৃণমূলি মস্তানরাজের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই ঘটে গেছে। এখন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরও আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখার ব্যবস্থা পাকা হল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনায় গণতন্ত্রের যেটুকু অবশেষ ছিল, এই আইনের মাধ্যমে তাকেও সমাধিস্থ করা হল। কোনো ভিন্ন মত, কোনো প্রতিবাদ চলবে না। শিক্ষকদের হতে হবে তৃণমূল দল ও তার সরকারের তাঁবেদার।

শিক্ষায়তনগুলির উপর এই নির্বিচার হামলায় শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাও আজ বিপর্যস্ত। ফলাফল প্রকাশের কোনো নিশ্চয়তা নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর কোনো কনভোকেশনই হয়নি। সারা ভারতের নিরিখে শিক্ষায় ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ। উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বর্ধমানের কোনো স্থান নেই। তার অতীত গৌরব এখন সমাধিস্থ।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই গণতন্ত্র-নিধন, দলীয় স্বৈরাচারের ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই আজ বিধ্বস্ত। তাই যে-কোনো মূল্যে এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হবে, অন্যথায় সার্বিক বিনষ্টির হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের বর্ধমান জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মে : পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের নবম বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কালনা শহরের (অর্জুন নগর)। হরেকৃষ্ণ কোঙার ভবনে (বিমল ওঝা মঞ্চ)। পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক কালিশঙ্কর পাল। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৭ জন প্রতিনিধি। সঞ্জিত মুখার্জী, চিত্ত শিকদার, সুনীল মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রাম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয় রেল কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রদান রেল হকারদের প্রতি কোনো দয়াদক্ষিণ্য বা অনুকম্পার বিষয় নয়। রেলযাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়। বর্তমান রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেল হকারদের জীবনেও নেমে এসেছে চরম নিরাপত্তাহীনতা। মালপত্র ছিনতাই, জরিমানা, অনাদায়ে জেলে ভরার মতো অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে রেল হকারদের উপর। তাই রেল হকারদের জীবন ও জীবিকা বিষময় হয়ে উঠেছে। এব্যাপারে কোনো আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধ রেল কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছায় না। তাই আন্দোলনই শেষ কথা। সেই পথেই হাঁটতে হবে। সম্মেলন থেকে কালিশঙ্কর পাল-কে সভাপতি এবং সঞ্চিত মুখার্জীকে সম্পাদক করে ৩৪ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

তিন তালাক নিয়ে বিজেপি ও তাদের বন্ধুদের উৎসাহের নেপথ্যে

গৌতম রায়

হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তির 'গুরুজি' এম এস গোলওয়ালকরের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' হলো আর.এস.এস এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি সহ সঙ্ঘের যাবতীয় শাখা সংগঠনগুলি, যাদের এককথায় বলা হয় 'সংঘ পরিবার', তাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভিত্তির অন্যতম মূল স্তম্ভ। এই 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' তত্ত্বের মূল ভিত্তিই হলো মুসলমানরা এদেশে বহিরাগত। কোরাণ আর কৃপাণ হাতে 'বহিরাগত' মুসলমানরা এদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছে। হিন্দু গণজাগরণের (উৎসাহী পাঠক পড়ুন; আর এস এস এশীয় হিন্দু। যাদের কাছে সমন্বয়ী চেতনার চির প্রবহমান ধারার হিন্দুরা আদৌ গ্রহণযোগ্য নন।) এই নতুন ভৌগোলিক অবস্থানে যদি কোনো মুসলমান ভারতে থাকতে চায়, তাহলে তাকে হিন্দুদের (বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক হিন্দু) অধীনস্থ হয়েই থাকতে হবে। মুসলমানদের কোনো নাগরিক অধিকার থাকবে না। কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক হিন্দুদের অধীনে যাবতীয় নাগরিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াই ভারতবর্ষের মুসলমানদের থাকতে হবে— এটাই হল গোলওয়ালকরের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে'-র মূল কথা। এটাই হল আর.এস.এস, বিজেপির রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম প্রধান পরিকাঠামো। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আর এস এসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির যে সরকার এখন ভারতের শাসন ক্ষমতাতে রয়েছে তাদের কাছে গোলওয়ালকরের এই তত্ত্ব নিছক একটি কেতাবী আদর্শ নয়। এটা এখন আর.এস.এস, বিজেপির প্রাণধারণের সত্য। আর এই তথাকথিত 'সত্য'-র প্রয়োগে এখন কেবল গোটা হিন্দুত্ববাদী শক্তিই নয়, গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রই আত্মনিয়োগ করেছে। "ভারত মে রহনে হ্যায় তো হিন্দু (পাঠক পড়ুন সঙ্ঘীয় হিন্দু) বনকে রহো"—এটাই হল এখন আর.এস.এস, বিজেপি এবং তাদের সঙ্গীসাথী, যাদের আমরা সংঘ পরিবার বলি—তাদের মূল কথা। গোটা রাষ্ট্র যন্ত্রকে এখন এই কর্মসূচির সঙ্গে প্রায় যুক্ত করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গুজরাট গণহত্যা থেকে শুরু করে মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গা, প্রাক্তন সাংসদ এহসান জাফরি সহ বহু মানুষকে কেবলমাত্র 'মুসলমান' হওয়ার অপরাধে গুলবার্গ সোসাইটিতে পুড়িয়ে মারা, বেস্ট বেকারিতে মুসলমানদের জীবন্ত পোড়ানো, ইশতাতজাহানকে ভুয়ো সংঘর্ষে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা, দাদরিতে গোমাংস রাখার গুজব ছড়িয়ে সেখ আখলাখ-কে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা, উত্তরপ্রদেশের কৈরানাতে মুসলমানদের ভাতের থালা কেড়ে নেওয়ার হিসহিসে ষড়যন্ত্র করে যে বিজেপি, সেই বিজেপি মুসলমান মেয়েদের তিন তালাকের যন্ত্রণা উপসমে সত্যিই আন্তরিক—এটা কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য?

তিন তালাক নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি চলছে। কেন্দ্র ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের মূল চালিকা শক্তি আর এস এস যে তিন তালাক প্রথার অবসানের কথা বলছে, সেই দাবি তো বামপন্থী শিবির বহু বছর ধরে করে আসছে। আটের দশকের মাঝামাঝি শাহবানু মামলার রায় প্রসঙ্গে বিতর্কের সময়ে বামপন্থীরাই একমাত্র মুসলিম সমাজে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ বা খরপোষই নয়, তিন তালাক প্রথার অবসানের দাবিতে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সোচ্চার হয়েছিলেন। মুসলিম মৌলবাদ, বিশেষ করে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কাছে নতি স্বীকার করে রাজীব গান্ধী 'মুসলিম নারী অধিকার রক্ষা বিল' এনে মুসলিম মেয়ের অধিকারের প্রশ্নে দেশের সর্বোচ্চ আদালত যেটুকু স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তা নস্যাৎ করে দেন। সেদিন রাজীব মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খান এভাবে মুসলিম মৌলবাদের সঙ্গে আঁতাত করায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন, কংগ্রেস দলও ত্যাগ করেন। সেই সময়ে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে মুসলিম নারী অধিকার রক্ষা বিলের প্রতিবাদে বামপন্থীদের দীপ্ত অবস্থান আজও স্বাধীন ভারতের রাজনীতির একটি চর্চিত বিষয়। এই তমশাচ্ছন্ন আইনের বিরোধিতা করে সিপিআই(এম) সাংসদ দীপেন ঘোষ রাজ্যসভায় যে দীপ্ত বক্তৃতা করেছিলেন, সেটিকে রাজীব জমানার নীতিভ্রষ্টতার দিক-নির্ণায়ক বলে সংবাদ মাধ্যম আজও চিহ্নিত করে।

সেদিন কোথায় ছিল আর.এস.এস. আর তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির কণ্ঠস্বর? স্বামী পরিত্যক্তা নারীর ভরণপোষণের সমস্যার ভিতরে কোনো দিন ধর্মীয় লেবাস থাকে না। তবুও শাহবানু মামলার রায় দান প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড় সমস্যাটির উল্লেখে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেদিন কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্বামী পরিত্যাক্তা নারীর আর্থিক পুনর্বাসনের দাবি একমাত্র বামপন্থীরাই করেছিলেন। লোকসভার সদস্যা হিসেবে তালাক প্রাপ্তা নারীর খরপোষের অধিকার হরণ করতে মুসলিম নারী অধিকার রক্ষা বিলে সমর্থন জুগিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

আর.এস.এস. এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি আজ তাদের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং প্রয়োগের ভিতর দিয়ে তাদের একান্ত নিজস্ব কর্মসূচি 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি' লাগু করার প্রথম ধাপ হিসেবে এই তিন তালাকের বিষয়টিকে এমনভাবে মেলে ধরতে চাইছে যেন এটা ছাড়া মুসলমান সমাজে আর একটিও সমস্যা নেই। তারা মুসলমান সমাজের ভিতরেই অত্যন্ত সুকৌশলে একটা ছোট্ট গোষ্ঠীকে নিজেদের তাঁবেদার হিসেবে খাড়া করেছে। সেই গোষ্ঠীটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সভা সমিতি ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এটাই দেখাতে চাইছে যে, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, বেকারি, নিরাপত্তা—কোনো কিছুর সমস্যাই মুসলমান সমাজের ভিতরে নেই। মুসলমান সমাজের এখন এক এবং একমাত্র সমস্যা হল এই তিন তালাকের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই ভারতের মুসলমান সমাজে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। দেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলমান সমাজের ভিতরে এই তিন তালাককে ঘিরে আর.এস.এস, বিজেপির গেম প্ল্যানকে সফল করতে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে বিজেপি সাংসদ এম জে আকবরকে। এই বিজেপি সাংসদ কলকাতাতে তার কিছু প্রতিনিধি তৈরি করেছেন।

সেইসব প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে একটি বারের জন্যেও বলছেন না যে তারা বিজেপি ঘনিষ্ঠ। প্রাক্তন সাংবাদিক, লেখিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাদের এরা নিজেদের শিবিরে টেনেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে মুসলমান সমাজের একটি অংশ যাঁরা নানা রকমের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, সেইসব মানুষদের ও তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের অংশীদার হিসেবে দেখিয়ে প্রগতিশীল সমাজের ভিতরে একটা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ও পি শাহ নামক আর.এস.এস-এর 'শাখা' করা এক ব্যক্তি নাকি এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণকারীদের নানা রকমভাবে সংগঠিত করার কাজে আর.এস.এস-র দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে নিয়োজিত হয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে শুনতে পারা যাচ্ছে। এরা এমন মানুষদের নিজেদের ভিতরে আনবার চেষ্টা করছেন যাঁদের চিন্তা চেতনার জগতে আদৌ সাম্প্রদায়িকতার কোনো ঠাঁই নেই। যাঁরা আর এস এসের দর্শনকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। এইসব মানুষজনদের কাছে এই তিন তালাক নিয়ে যে দালাল গোষ্ঠী আর.এস.এস, বিজেপি তৈরি করেছে, সেই গোষ্ঠীর লোকজনেরা নানারকম আপাতনিরীহ বিষয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি এইরকম কর্মকাণ্ড এই দালাল গোষ্ঠী একটি আপাত নিরীহ সাহিত্য পত্রিকাকে ঘিরে সক্রিয় হতে শুরু করেছে। এই পত্রিকাটির পদাধিকারী এমন কিছু মানুষজন আছেন যাদের বিজেপির এই তিন তালাক বিরোধী প্রচারকার্যে প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে। এরা আগে মুসলমান সমাজের কাছে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানাতে কেবলমাত্র মুসলমানরা মারা যাচ্ছে বলে নিজেদের অভিমত জানালেও গোরক্ষার নাম করে বিজেপির মুসলিম পুরুষদের খুন করা, ভাতে মারার নোংরা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিন্তু নীরবই থেকে গিয়েছেন। জেলা স্তরে কাজ করেন এমন বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব এই গোষ্ঠীর নোংরা উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। তবে সমাজে বিশেষ রকমের পরিচিত কিছু ব্যক্তিত্ব এই গোষ্ঠীর আপাত নিরীহ কিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বুঝে হোক না বুঝে হোক নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলছেন।

যে মানুষগুলোর কাছে এতো দিনের চেষ্টাতেও রাজ্য বা জাতীয় স্তরে আর.এস.এস, বিজেপি পৌঁছাতে পারেনি, সেই মানুষজনদের কাছে এই তিন তালাক বিরোধী সাজানো নিজেদের বন্ধুদের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সাহিত্য, সংস্কৃতি পত্রিকা ইত্যাদি নিরীহ বিষয় নিয়ে আর.এস.এস এবং বিজেপি পৌঁছে গেছে। যে লোকগুলো প্রগতিশীল মানুষজনদের কাছে আপাত নিরীহ বিষয়গুলি নিয়ে হাজির হয়ে তাঁদের নামের পাশে নিজেদের নাম রেখে সাধারণ মানুষকে চরম বিভ্রান্তির ভিতরে ফেলবার খেলাতে মেতেছেন, এই লোকগুলো যে তিন তালাক নিয়ে চলা সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সদলবলে নিয়মিত হাজির থেকেছেন—সেটা কি এই প্রগতিপন্থীরা জানেন? তাঁরা কি জানেন, এই লোকগুলিই সম্প্রতি তিন তালাক বন্ধে গণস্বাক্ষরিত দাবি সনদ ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তুলে দিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে?

তালাক আর তিন তালাককে গুলিয়ে দিচ্ছে আর.এস.এস এবং বিজেপি। এটি তাদের গোয়েবলসীয় প্রচারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তালাক হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রথম স্বীকৃত বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া। নারীর স্বাধিকারের সঙ্গে এই তালাক প্রথার আদৌ কোনো বিবাদ বিসংবাদ নেই। পবিত্র ইসলামই হলো প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যা নারীর বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকার করে। পবিত্র হাদিসের সুরা আলবাকারার আয়াত নং ২২৭ এবং ২২৮ এক তরফা ভাবে নারীর দেওয়া তালাককেও আইনি স্বীকৃতি দেয়।

—এরপর তিনের পাতায়

বিবিধ

ইউ সি আর সি-র সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মে : সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি আর সি) বর্ধমান জেলা ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণচন্দ্র হালদার নগর (গুড্‌সশেড রোড, বর্ধমান) দেবব্রত ব্যানার্জী মঞ্চে (জাগরী সভাগৃহ)। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, দেশ ভাগ পূর্বে থেকে আন্দোলন সংগঠনের ঐতিহ্য থেকে এপার বাংলায় এসে নিজেদের দাবির স্বপক্ষে বাস্তুহারাদের সংগঠিত করে একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ফলে এই সংগঠনের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের আংশিক দাবি আদায় হয় অনিচ্ছুক কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে। দেশ ভাগ ধর্মের ভিত্তিতে হলেও পূর্ববঙ্গ (পাকিস্তান) মুসলিম রাষ্ট্র হলেও ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা হয়। বাস্তুহারারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের দ্বারা আস্বান্ত হয়েও এপাড়ে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে তারা পালটা আক্রমণ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজেদের যুক্ত করেনি। তারা গঠনমূলক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষে বাস্তুহারাদের এই সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করেন। ভারতের বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের মুসলিম নিধনের প্রধান হোতা ছিলেন। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছেন। রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর সরকারও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নজিরবিহীন আক্রমণ গড়ে তুলেছেন। তাঁর কিছু ভূমিকায় হিন্দু মৌলবাদীরা উৎসাহিত হয়ে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও হুমকি প্রদর্শন করছেন। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা যে আলাদা তার ব্যাখ্যাও শ্রী ভট্টাচার্য রাখেন। তিনি আহ্বান জানান, ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা ইউ.সি.আর.সি-কে নিতে হবে। গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাস্তুহারাদের যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনের রিপোর্ট পেশ করেন দুলাল নাগ। পর্চা রেকর্ডের সমস্যা, অণুবাস্তুদের লিজ দলিল সমস্যা, ৯৯৮ ও বিশেষ গ্রুপ কলোনির স্বীকৃতি, বর্ধমান জেলা ভাগ ও বিভাগীয় কাজের সমস্যা, এস.সি ও ও.বি.সি. সার্টিফিকেট না পাওয়ার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচিত হয়। সুধাংশু মজুমদার, গৌতম সরকার, ধীরেন দাস-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করে। সম্মেলন থেকে সুধাংশু মজুমদার সভাপতি ও দুলাল নাগ সাধারণ সম্পাদক সহ ২৭ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

তিন তালাক নিয়ে বিজেপি

—প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময়ের ধর্মগুরুরা পবিত্র কোরাণ, হাদিসের দেওয়া অধিকারকে কিভাবে সঙ্কুচিত করেছে সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু পবিত্র ইসলাম যে নারীর স্বাধিকারের প্রশ্নে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাকে অস্বীকার করবার কোনো জায়গা থাকতে পারে না।

তিন তালাক নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে চলতি শুনানির সময়ে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি পবিত্র কোরাণ, হাদিস স্বীকৃত তালাক প্রথার বিলুপ্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন। এভাবে তালাক আর তিন তালাক প্রথার ভিতরে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে তালাক প্রথার অবলুপ্তি চেয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তির দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকারই হরণ করতে চায়। ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত অনুযায়ী এদেশের মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পারসী ইত্যাদি সকল সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ নিজস্ব কিছু ধর্মীয় অধিকার ভোগ করে থাকে। সেই ধর্মীয় অধিকারের অঙ্গই হল প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সমাজের ব্যক্তিগত আইন। এই ব্যক্তিগত আইন বাতিল করে আর এস এসের নিজস্ব কর্মসূচি 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' লাগু করবার উদ্দেশ্যে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। মুকুল রোহতগি সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাক সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার তালাক প্রধার অবলুপ্তি ঘটিয়ে মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত বিশেষ আইন আনবে। আমাদের দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ('৪৭ সালে) সংখ্যালঘুদের জন্যে ব্যক্তিগত আইনের যে স্বীকৃতির কথা রয়েছে সেই মোতাবিক আমাদের পবিত্র সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের যদি বিলোপ ঘটাতে হয়, তাহলে সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনটিকেও অস্বীকার করতে হয়, আমাদের সংবিধানকেও অস্বীকার করতে হয়। এটাই আর.এস.এস, বিজেপির চরম অভিষ্ট লক্ষ্য হলেও বর্তমান আইনি পরিকাঠামোতে তা আদৌ সম্ভবপর নয়—সেটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিও খুব ভালোভাবেই জানে।

গোটা দেশে চরম সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী উত্তেজনা তৈরি করে সামাজিক মেরুকরণের স্বার্থেই আর.এস.এস, বিজেপি চায় নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি 'সাম্প্রদায়িকতা'-র সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দেশের ভাবাবেগকে একাত্ম করতে। তাই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অজয় সিং বিশোয়াত ওরফে স্বঘোষিত 'যোগী' আদিত্যনাথ তাঁর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে সন্তানসহ তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের পুনর্বাসনে 'রানি লক্ষ্মীবাঈ যোজনা'-র অধীনে সব জেলার তিনজন করে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা এবং তাঁদের সন্তানাদের নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তালাকপ্রাপ্ত নারী ও তাঁর সন্তানদের পুনর্বাসনের নিয়ে লোক দেখানো কিছু স্তোকবাক্য আদিত্যনাথের সরকার দিলেও বেনারস, বৃন্দাবন, মথুরাতে হিন্দু বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তাদের সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ক্ষমতায় আসার প্রথম তিন মাসের ভিতরেই জঙ্গলরাজ কায়েম করে ফেলেছেন স্বঘোষিত 'যোগী' আদিত্যনাথ। দিল্লির উপকণ্ঠে রাতের অন্ধকারে নিরীহ মহিলাদের টেনে নিয়ে গিয়ে যেভাবে গণধর্ষণ এবং তাঁদের আত্মীয়কে হত্যা করা হয়েছে—তা থেকেই জঙ্গলরাজের ছবি স্পষ্ট। গ্রাম থেকে আসন্নপ্রসবা আত্মীয়াকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া ওই পরিবারটি জন্মসূত্রে মুসলমান বলেই যে এই পরিকল্পিত গণধর্ষণ, হত্যা এবং লুঠতরাজ চালানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি : ১৫ মে সংখ্যাটি ভুলবশত ১৯ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ওই সংখ্যাটি ২০তম সংখ্যা হবে এবং ২২ মে সংখ্যাটি ২১তম সংখ্যা হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। — সম্পাদক

কাজী নজরুল ইসলামের বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগদানের শতবর্ষ

প্রথম কবিতা, গল্প লেখেন সেনাছাউনিতে বসেই

শ্যামসুন্দর বেরা

বঙ্গভঙ্গের বছরেই জন্মেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। পরিণত মনে বঙ্গবিভাগকে 'বিলকুল' ভুল আখ্যা দিয়েছিলেন। নজরুলের জন্ম হয়েছিল এই বঙ্গে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ওপার বাংলায়। দুই বঙ্গে নজরুল সমান সমাদৃত বোঝাতে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন—'আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল।' ২০১৭ সালের ৭ এপ্রিল রাজ্যের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বর্ধমান জেলা পূর্ব আর পশ্চিমে ভাগ হল। নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া পড়ল পশ্চিম বর্ধমানে। প্রথমে বঙ্গ এবং পরে জেলা ভাগ হয়েছে। নজরুলকে কখনোই দেশ বা জেলার সীমারেখা দিয়ে ভাগ করা যায় না।

বাঙালির মননে নজরুলের মর্যাদা অপরিসীম। সৈনিক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক হিসেবে মানুষের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তাঁর লেখনী। তারই মনোভাব প্রতিফলিত তাঁর কবিতায়, গানে। সাহিত্যজগতে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল 'ধূমকেতু'-র মতো 'অগ্নিবীণা' হাতে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তাঁকে এই বঙ্গে করে তুলেছিল বিদ্রোহী কবি আর বাংলাদেশের জাতীয় কবি—দুই বঙ্গেরই প্রিয় মানুষ। দুই বঙ্গেই তাঁর জন্ম এবং প্রয়াণ দিবস পালিত হয় মর্যাদার সঙ্গে।

আসানসোলের প্রত্যন্ত অঞ্চল চুরুলিয়ার কাজী ফকির আহমদ ও জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান দুখু জন্মেছিলেন ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ (২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রি.)। পিতা ছিলেন সুফী মানুষ, ফারসি-আরবিতে পণ্ডিত। মসজিদের ইমামতী ছাড়াও বাংলায় দলিল লেখার কাজ করতেন। স্থানীয় মক্তবে কোরান, ইসলাম ধর্ম, দর্শন এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় নজরুলের। ৯ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু, পারিবারিক অভাবের তাড়নায় ছেদ পড়ে সেই পাঠে। ৯ বছর ৯ মাস ১০ দিন বয়সে নজরুলকে চুরুলিয়া ছেড়ে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। কাজ নিতে হয় আসানসোলের গাঁজাগলির রুটির দোকানে সেল্‌স কাউন্টারে। বেশিরভাগ লেখাতেই রুটির দোকানের মালিকের নাম বলা হয়েছে আবদুল ওয়াহেদ। কিন্তু নজরুলের ভাইপোদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে মুজফফ্‌র আমহদ উল্লেখ করেছেন ওই মালিক ছিলেন হুগলি জেলার বাসিন্দা, নাম এম. বক্‌স। দোকানে বসেই কবি প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ করেন ময়মনসিংহের বাসিন্দা পুলিশ অফিসার রফিজউল্লাহ। তিনি নজরুলকে ময়মনসিংহের দরিরামপুরে স্কুলে ভর্তি করে দেন। আবার ফিরে এসে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন এবং পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি ইত্যাদি একাধিক ঘটনা ঘটে যায় তাঁর জীবনে।

ব্রিটিশরা বাঙালিদের কেরানি হিসেবে গড়ে তুলতেই বেশি আগ্রহী ছিল। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে ছিল দ্বিধান্বিত। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালিদের সৈন্যদলে নেবার ব্যাপারে বিস্তর লেখালেখি হয়। ১৯১৭-য় ব্রিটিশ সরকার একটি 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানি' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ডবল প্রমোশন পেয়ে নজরুল তখন দশম শ্রেণিতে। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সংক্রান্ত দেওয়ালে সাঁটানো বিজ্ঞাপন দেখে রানিগঞ্জ হাইস্কুলের একই ক্লাসের দুই বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে থমকে দাঁড়ান নজরুল।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের দিদি ছিলেন হিরণপ্রভা ঘোষ। তাঁর স্বামী রেলে গার্ডের চাকরি করতেন। নজরুল তাঁদের বাড়িতেই কিছুদিন কাজের দৌলতে ছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এলেও অন্য দুই

বন্ধু স্থির করেন মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লেখাবেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দাদামশায় রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং প্রভাবশালী মানুষ। তাঁর গোপন সুপারিশে শৈলজানন্দ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। শৈলজানন্দের পল্টনে যোগ দেওয়া হয়নি। নজরুলের সঙ্গে ছিলেন মেসের রাঁধুনি ছিদাম। ছিদাম সিপাহিদের বারাকেও রাঁধুনির কাজ পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ডবল কোম্পানিকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে নৌশহরাতে পাঠানো হয়। এলাকাটি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার জেলার একটি মহকুমা শহর। নৌশহরা পেরিয়েই পেশোয়ারে যেতে হয়। নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গল্পে এই নৌশহরা বা নৌশেরার কথা পাওয়া যায়। কবিমানসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় সেখানে। সেখানে সৈনিক হিসেবে তিন মাসের ট্রেনিং শেষে চলে যান করাচির সেনানিবাসে। ডবল কোম্পানির আয়তন বড় হওয়াতে সেটি রেজিমেন্ট (ব্যাটেলিয়ন)-এ পরিণত হয়। এটির নাম হয় 'ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট'। তার সদর দপ্তর হয় আরব সাগরের তীরে করাচিতে।

নজরুল তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন—"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।" জারি রাখেন দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীতের চর্চা। পাশাপাশি চালিয়ে যান লেখার কাজটিও।

করাচির সেনানিবাসে থাকাকালীন নজরুল যে রচনাগুলি সম্পন্ন করেন সেগুলি হল—'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' নামে প্রথম গদ্য (১৯১৯-এ 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত)। প্রথম কবিতা 'মুক্তি' 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯১৯-এর জুলাই-আগস্ট) ছাপা হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ মোজাম্মেল হক এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমদ। প্রকাশিত 'মুক্তি' কবিতাটি নজরুল পাঠিয়েছিলেন 'ক্ষমা' শিরোনামে। খুশি হয়ে নজরুল পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লেখেন করাচি থেকে। এছাড়াও রচনা করেন 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার' ইত্যাদি।

১১ নভেম্বর ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে যাবার কিছুদিন আগে ১৯২০-র জানুয়ারি মাসে ৭ দিনের ছুটিতে নজরুল তিনদিন কলকাতায় এবং চার দিন চুরুলিয়ায় কাটিয়ে যান। বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতার মেসে। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। সেখানেই পরিচয় হয় সমিতির কর্মকর্তা মুজফ্‌ফর আহমদ-এর সঙ্গে। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের মূল কাজগুলি।

১৯২১-এ সাহিত্য সমিতির অফিসেই প্রকাশক আলি আকবর খানের সঙ্গে পরিচয় হয় নজরুলের। তাঁর সঙ্গেই প্রথম কুমিল্লায় যান এবং পরিচয় হয় মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর সাথে। আবার এই বাড়িতেই প্রথম দেখেন প্রমীলা দেবীকে। বসন্তকুমার সেনগুপ্ত ও গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলাকেই ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল বিবাহ করেন নজরুল। তবে এর আগে নজরুলের বিয়ের ঠিক হয় আলি আকবর খানের বোন নার্গিসের সঙ্গে। ঘর জামাই হবার শর্ত মানতে না পেরে বাসর যাপনের আগেই নার্গিসকে রেখে চলে যান।

দেবদেবীর নামে কবিতা-গান লেখা, 'আহ্‌লুল কেতাব' অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার—এই বিশ্বাসে হিন্দুকন্যা বিবাহ করা মুসলিম কট্টরপন্থীদের কাছে তাঁকে করে তুলেছিল কাফের। হুগলিতে পাতা সংসারেই শাশুড়ি সঙ্গী হয়েছিলেন। কিশোরী স্ত্রী, প্রৌঢ়া শাশুড়ির মনের সংস্কারমুক্ত উদারতার স্পর্শ অনুভব করেছিলেন নজরুল। নজরুল অসাম্প্রদায়িকতার অগ্রদূত ছিলেন। তিনি মুসলিম হয়েও চার সন্তানের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণমহম্মদ, কাজি অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ।

১৯৪২-এ অসুস্থ হয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান কবি। দশ বছর প্রায় নিভৃতে জীবন কাটে তাঁদের। কবিপত্নীও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্য তাঁদের পাঠানো হয় লন্ডনে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরের বছর রাষ্ট্রপতি সেখ মুজিবর রহমানের উদ্যোগে এদেশের সরকারের অনুমতি নিয়ে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রয়াত হন ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট। শেষ হয় তাঁর বর্ণময় জীবন। লিখে যাওয়া কবিতার ইচ্ছানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মসজিদের কাছেই তাঁকে গোর দেওয়া হয়। কাজী সব্যসাচী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে নজরুলের কবরের মাটি এনে কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় স্থাপন করেন নজরুলের প্রতীকি কবর। পাশেই সুসজ্জিত কবরস্থানে চিরনিদ্রায় রয়েছেন প্রমীলা দেবী।

উচ্ছেদ হওয়া শ্রমিকদের দাবিতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৬ মে : আজ সারা ভারত কৃষকসভার শোভাপুর অঞ্চল কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন কমিটি (ইস্পাতনগরী)-র যৌথ আহ্বানে আই কিউ সিটি-র সামনে ৬-দফা দাবিতে উচ্ছেদ হওয়া শ্রমিক পরিবার, জমিদাতা চাষি পরিবার ও বস্তিবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও স্মারকলিপি জমা দেন। এই সমাবেশকে সংহতি জানিয়ে যোগ দেন ইস্পাতনগরীর শ্রমিক ও গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্মল ভট্টাচার্য, মনোজ হাজরা, আল্পনা চৌধুরী ও স্বপন সরকার। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, সুবীর সেনগুপ্ত, বিশ্বরূপ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ২০০৭ সালে তৎকালীন দুর্গাপুর-১ বিধানসভার বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রয়াত মৃণাল ব্যানার্জির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১০০ একর জায়গার উপরে তিনশো শয্যার হাসপাতাল সহ মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও বিশাল আবাসন প্রকল্প 'নলেজ সিটি'-র কাজ শুরু হয়। রাজ্য সরকার অধিগৃহীত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এই জমিতে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে চাষ করার করার অধিকার পেয়েছিলেন স্থানীয় এই গ্রাম ও বস্তিবাসীরা। প্রকল্পের নির্মাণকাজে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে জমিদাতা এই পরিবারের সদস্যরা নির্মাণকাজে শ্রমিক হিসাবেও নিযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে তারা স্থায়ী কাজও পায়। কিন্তু ২০১১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার গঠিত হলে কর্মরত এই শ্রমিকদের জীবনে কালো দিন নেমে আসে। তৃণমূলীরা কর্মরত জমিদাতা শ্রমিকদের অধিকাংশকে কাজ থেকে উচ্ছেদ করে বহিরাগতদের নিয়োগ করে নিজেরা আখের গুছিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। শুধু তাই নয়, হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী একদিন উপস্থিত হয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর উৎখাত করে ২০০৭ সাল থেকে চালু হওয়া প্রকল্পের নতুন শিলান্যাস করেন। কতৃপক্ষ এই সুযোগে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে শুরু করে, প্রতিবাদ জানালে জোটে গলাধাক্কা ও তৃণমূলীদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন। সমস্যার প্রতিকার চেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে সেখানেও জোটে আর এক প্রস্থ শাসানি। এই অবস্থায় এলাকার অধিবাসীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটল এই দিনে।

শিশুকন্যার জন্ম দিল উদ্ধার হওয়া ভারসাম্যহীন মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মে : কালনা মহকুমা শাসকের উদ্যোগে উদ্ধার হওয়া গর্ভবতী মহিলা এক শিশুকন্যার জন্ম দিলেন। ভারসাম্যহীন এই মহিলা ও শিশু ভাল আছেন। উল্লেখ্য যে কালনা মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এই মহিলাকে কিছুদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিভুজিবাজার এলাকায় দীর্ঘদিন সহায় সম্বলহীন এই মহিলা অবস্থান করতেন। ইতিপূর্বেও তিনি তিনটি সন্তান প্রসব করেছেন। তাদের কে কোন অবস্থায় আছে জানা যায়নি। ওই শিশুদের পিতা কে তাও অজানা। এসব ঘটনা জেনেও কালনার মহকুমা শাসক মহিলার চিকিৎসার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি জানান, হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর ওর সুরক্ষার জন্য কোনো হোমে থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কালনায় উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ মে : এক ধানকল মিস্ত্রির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কালনার দিঘির পাড় মল্লিক বাগান এলাকায়। লুটপাট, বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, মারপিট কোনটাই বাদ যায়নি। শেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে অবস্থা আয়ত্তে আনে। এখন পুলিশ পিকেট বসেছে। সংবাদে প্রকাশ গত ২২ মে স্থানীয় ধানকলে শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনা ঘটে। তাতে আহত হয় বশিষ্ট মণ্ডল নামে এক ধানকল মিস্ত্রি। প্রথমে তাকে কালনা, তারপরে কল্যাণী শেষে কলকাতার নীলরতন সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুসংবাদ কালনায় এসে পৌঁছালে এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত শতাধিক মানুষ মল্লিক বাগানে অবস্থিত কমল পালের বাড়ি আক্রমণ করে। অভিযোগ লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোন রকমে প্রাণরক্ষা করে। অভিযুক্তের বাড়ি সংলগ্ন একটি স্টিম ধানকলে আগুন লাগানো হয়, পোড়ানো হয় একটি মোটরচালিত ভ্যানও। ধৃতদের মধ্যে মৃত বশিষ্ট মণ্ডলের দুই শ্যালক ও বোন জামাই

রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ বশিষ্ট মণ্ডলকে খুনের অভিযোগে জড়িত থাকার অভিযোগে আক্রান্ত মালিক কমল পালকেও গ্রেপ্তার করেছে।

রহস্যজনক বিষয় হল বশিষ্ট মণ্ডলের চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে বা মৃতদেহ কালনায় পৌঁছানো পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কেন পুলিশকে জানানো হয়নি? প্রশ্নের উত্তরে মৃতের স্ত্রী কাকলি মণ্ডল বলেন, আমার স্বামীকে মারধর করার সময় পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল পুলিশকে জানানো হলে গুলি করে বাড়ির সকলকে খুন করা হবে। সেই ভয়ে স্বামী সকলকে থানায় অভিযোগ করতে নিষেধ করে। শেষ পর্যন্ত গতকাল রাত্রে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ কমল পালকে গ্রেপ্তার করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

এ টি এম ও সোনার দোকান ভাঙলো চোরেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মে : ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার একটি এ টি এম ও একটি সোনার দোকান ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল কালনার বাঘনাপাড়ায়। সকালে দেখা যায় ব্যাংকের এ টি এম এবং আকন্দপুর বাজারের একটি সোনার দোকান ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংকের ম্যানেজার জানান, এ টি এম ভাঙা হলেও চোরেরা টাকা নিতে পারেনি। সোনার দোকানদার স্বপন শেখ জানান, চোরেরা তার দোকান ফুটো করে কুড়ি গ্রাম সোনা এবং পাঁচশো গ্রাম রূপো নিয়ে গেছে। চোরেদের এই বেপরোয়া কাজের তদন্ত শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ।

সিপিআই-র ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মে : দশ দফা দাবিতে মিছিল করে ডেপুটেশন দিল সিপিআই, বর্ধমান জেলা পরিষদ। ডেপুটেশনের আগে সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই-র রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার, জেলা সম্পাদক আর সি সিং প্রমুখ। বক্তারা রাজ্যে তৃণমূলের সন্ত্রাসের নানা দিক তুলে ধরেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। মহিলাদের নিরাপত্তা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ইত্যাদির প্রতিবাদও জানান তাঁরা। সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে বলেন বক্তারা। বক্তারা বলেন, ভাঁওতা নয়, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প গড়তে হবে, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের দাবি তোলেন তাঁরা।

পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার

—প্রথম পাতার পর

মোড়ে। মেমারি জি টি রোড মোড়ে চৌমাথায় রাস্তা অবরোধ করে বামপন্থী কৃষক সংগঠন। আধঘন্টা পথ অবরোধ চলাকালীন সময়ে বক্তব্য রাখেন মেমারি জোনাল কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার। নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশি অত্যাচারে মেমারির জখম কর্মী নিমো গ্রামের প্রধান কৃষাণু ভদ্র, ছাত্র নেতা তারক মণ্ডল, পার্টি নেতা অশোক যশ, মহিলা নেত্রী মায়া রায়ও এই ধিক্কার মিছিল ও অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে কালনার চকবাজার থেকে মিছিল শুরু হয়ে পোস্টঅফিসের সামনে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, অরুণাভ চক্রবর্তী। মিছিল শুরু হয় সেনেরডাঙ্গা থেকে। দু কিমি পথ পরিক্রমা করে দেবানন্দপুরে শেষ হয়। এখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন মহম্মদ শাহ। মিছিল শুরু হয় বৈদ্যপুর গ্যারেজ থেকে, শেষ হয় রথতলায়। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তপন মুখার্জি। ধাত্রীগ্রাম বাজার থেকে মিছিল শুরু হয়ে নবদ্বীপ মোড়ে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ, আলিম শেখ। কালনা-১ দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয় লিচুতলা বাজারে। বক্তব্য রাখেন গৌতম দত্ত, মানস রায়, ডালিম শেখ, প্রবীর ভৌমিক প্রমুখ।

গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ মে : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হল বর্ধমানে। বর্ধমান শহর শাখার উদ্যোগে দিবসটি উদ্বোধন করলেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন মিলন দাস।

দশে পূর্ব বর্ধমানের দুজন

—প্রথম পাতার পর

আফ্রিদির বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার পলেমপুর গ্রামে। বাবা সেখ সামসুজ্জোহা রেশন ডিলার। মা সাধারণ গৃহবধূ। ইচ্ছা ডাক্তার হওয়া। বর্ধমান পৌর বিদ্যালয়ের ছাত্র আফ্রিদি দাবা খেলা ভালোবাসে।

মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অর্ধেন্দু মৌলিক ঘোষ চিকিৎসক হয়ে গরিব মানুষের সেবা করতে চায়। মেমারি পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাবা নবকুমার ঘোষ একজন মাধ্যমিক স্কুলের গণিতের শিক্ষক। মা নুপুর ঘোষ একজন গৃহবধী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেশবকুমার ঘোষাল জানালেন, বিগত কয়েক বছর ধরেই সাফল্য এসেছে। এবার রাজ্যে দশম স্থান পাওয়ায় আরও গর্বিত হয়েছে স্কুল। এলাকার মানুষকে গর্বিত করেছে বরাবরের মেধাবী ছাত্র অর্ধেন্দু। স্কুলের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।

১২৮তম জন্মদিবস শ্রদ্ধায় স্মরণে

—প্রথম পাতার পর

চুরুলিয়াতে সপ্তাহব্যাপী নজরুল মেলারও সূচনা হয়েছে। ছাত্র-যুব কণ্ঠে সাম্যের কবি নজরুলের উদাত্ত বাণী ঘোষিত হয়। বিভাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল মিছিল। মিছিল শেষ হয় নজরুল আকাদেমি চত্বরে। আকাদেমিতে নজরুলের আবক্ষ মূর্তিতে সকালে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট মানুষেরা। এছাড়া কবিপত্নী প্রমীলাদেবীর সমাধি ও কবির স্মৃতিফলকে মাল্যদান করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই এদিনের কর্মসূচি হয়। এস.এফ.আই-এর উদ্যোগে গলসী সারদা বিদ্যাপীঠে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক সাইদুল হক, রানিগঞ্জ শিশুবাগান মোড়ে নজরুল মূর্তির সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা